নদী পর্যটন গাইডলাইন
২০২১

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১. প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ শত শত নদী ও জলাভূমি দ্বারা সমৃদ্ধ একটি নদীমাতৃক দেশ। ঐতিহাসিকভাবে, বাংলাদেশের নদীগুলো পর্যটনের গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ যা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং নদী ভিত্তিক জীবন-জীবিকা নান্দনিকভাবে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। পর্যটকদের জন্য নদী ভ্রমণ একটি অন্যতম আকর্ষণ হতে পারে যা পর্যটন শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বর্তমানে অনেক প্রাইভেট কোম্পানি নদী পর্যটনে নিয়োজিত যা সংগঠিত নদী ভ্রমণ প্যাকেজ যেমনঃ ডে-ক্রুজ, ডিনার ক্রুজ, ওভারনাইট ক্রুজ, ব্যাক-ওয়াটার ক্রুজ, ক্রসবর্ডার ক্রুজ এবং বিভিন্ন সাইটে ৩-৪ দিনের দীর্ঘ ক্রুজের সুবিধা প্রদান করে। নদী পর্যটন বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অন্যতম প্রধান সেলিং পয়েন্ট (Selling Point) হতে পারে। "নদী পর্যটন গাইডলাইন"- এ নদী পর্যটনের উন্নয়ন, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং বিপণন পদ্ধতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২. প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা

নদী পর্যটন (River tourism): বিনোদনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নদীভিত্তিক কার্যক্রম, যেমনঃ নৌকাচালনা, মাছ ধরা, সাঁতার কাটা, নদীর তীরে হাঁটা এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করাকে নদী পর্যটন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

নদী ভ্রমণ (River cruising): নদী, শাখা-নদী, উপ-নদী বা অন্যান্য অভ্যন্তরীণ নৌপথে নৌযানের সাহায্যে ভ্রমণ করা যার মাধ্যমে পর্যটন সাইটগুলো উপভোগ করা যায়।

অভ্যন্তরীণ নৌপথ (Inland navigable waterways): যে সকল নদী, শাখা-নদী, উপ-নদী এবং হ্রদ, হাওড়, লেক ও খালসহ অন্যান্য যে কোনো জলপথে বছরের যে কোন ঋতুতে যে কোনো নৌযান দ্বারা প্রবেশ করা যায় তাকে অভ্যন্তরীণ নৌপথ বলে।

ল্যান্ডিং স্টেশন (Landing station): অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর, অবতরণ ঘাট এবং টার্মিনালকে বুঝাবে যেখান থেকে যাত্রী/পর্যটকরা নৌযানে আরোহণ এবং অবতরণ করে থাকে।

পর্যটক জাহাজ (Tourist vessels): ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে জলপথে ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত নৌযান।

কেবিন ক্রুজার (Cabin cruiser): কেবিন সুবিধা সম্বলিত পর্যটক জাহাজ যা ভ্রমণকারীদের রাত্রিকালীন ভ্রমণের সুবিধার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ডে ক্রুজার (Day cruiser): পর্যটক জাহাজ যেটি শুধুমাত্র দিনের বেলা ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং যেখানে মূলত ভ্রমণকারীদের জন্য আরামদায়ক নৌভ্রমণের সুবিধা থাকে।

৩. নদী পর্যটনের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। ঐতিহাসিকভাবে, এই বদ্বীপের লোকেরা নৌকায় ভ্রমণ করতো কারণ যাত্রী এবং পণ্য পরিবহন উভয় ক্ষেত্রেই নদী ছিল প্রধান পথ। প্রকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে নদী, যা পর্যটনের অন্যতম সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। নদী পর্যটনের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

ক. অবসর, বিশ্রাম ও বিনোদনের জন্য অন্যতম আকর্ষণীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ।

খ. নদী ভ্রমণ শান্তিপূর্ণ এবং রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ যা পর্যটক ও ভ্রমণকারীদের আকৃষ্ট করে।

গ. শহর এলাকা সংলগ্ন নদী স্থানীয় বাসিন্দা এবং দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করে।

ঘ. গ্রামাঞ্চলের নদীগুলো সবচেয়ে আকর্ষণীয় কারণ সেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনেকাংশে অটুট থাকে।

ঙ. জলভিত্তিক কার্যক্রম, যেমনঃ মাছ ধরা, নৌকাচালনা, সাঁতার ইত্যাদি পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

৪.উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে নদী পর্যটনের উন্নয়ন এবং বিকাশ সাধন করাই হল এই গাইডলাইনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এটি সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের (যেমনঃ নৌযান মালিক, ট্যুর অপারেটর এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার) অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিদেশী ভ্রমণকারীদের পাশাপাশি স্থানীয় যাত্রীদের আকৃষ্ট করে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের নদী পর্যটনের প্রসার ঘটাতে সহায়তা করবে। এ গাইডলাইনের অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক. নদী পর্যটন কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করা।

খ. নদী পর্যটনের আকর্ষণসমূহ চিহ্নিতকরণ।

গ. নদী পর্যটনের জন্য প্রয়োজনী অবকাঠামো এবং পরিষেবা প্রস্তুত ও উন্নয়ন।

ঘ. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের কাছে নদী পর্যটনকে তুলে ধরা।

ঙ. নদী পর্যটন কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশাসনিক কাঠামো নির্ধারণ করা।

৫. নদী পর্যটনের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ

সমগ্র বাংলাদেশ অসংখ্য নৌপথের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকায় এদেশে নদী পর্যটন বিকাশের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। নদী পর্যটনে বিভিন্ন জলভিত্তিক কার্যক্রম যেমনঃ নদী ভ্রমণ, মাছ ধরা, সাতার কাঁটা, হোয়াইট ওয়াটার কায়াকিং এবং হোয়াইট ওয়াটার রাফটিং, নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা, ভাসমান বাজার, ভাসমান সবজী ও ফুল বাগান ইত্যাদি পরিচালিত হতে পারে। বাংলাদেশের তিনটি বৃহত্তম নদী (পদ্মা, মেঘনা এবং যমুনা), সাত শতাধিক উপনদী এবং শাখানদী, ও ক্রস বর্ডার নদী, হাওড়, ব্যাক ওয়াটার, লেকসমূহকে কেন্দ্র করে নদী পর্যটনের প্রসার করা যায়। নদী ভিত্তিক জীব-বৈচিত্র্য, জীবনধারা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং নদীর তীরের জনগোষ্ঠী ইত্যাদি আকর্ষণসমূহ বিবেচনা করে সম্ভাব্য নৌভ্রমণ সার্কিট নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৬. নদী পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ

নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক স্থান, জীব-বৈচিত্র্য, দৈনন্দিন জীবনধারা এবং জলপথের অন্যান্য আকর্ষণ দ্বারা সমৃদ্ধ। দেশব্যাপী নদী পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত মানদণ্ডসমূহ নির্ধারণ করা যায়ঃ

ক. দেশে নদী পর্যটন সার্কিট চালু করার জন্য সম্ভাব্য নদী এবং নৌপথ চিহ্নিত করা।

খ. রিভার ক্রুজিং স্টেশন, বার্থিং এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলোর অবস্থান/ সম্ভাব্য স্থান চিহ্নিতকরা এবং স্থাপন ও উন্নয়নে বিআইডব্লউটিএ'র সাথে আলোচনাক্রমে যৌথভাবে কাজ করা।

গ. নদীমাতৃক আকর্ষণ (যেমনঃ নদী তীরবর্তী মানুষের জীবনধারা, প্রকৃতি, বন্যপ্রাণী, নিকটবর্তী ঐতিহ্য, কারুশিল্প, গ্রাম, নদীর উৎসব, স্থানীয় হাট ও বাজার, নৌকা বাইচ এবং অন্যান্য আকর্ষণ) চিহ্নিতকরণ এবং নৌসার্কিট প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত করা।

ঘ. নদী পর্যটন কার্যক্রম (যেমনঃ জল ক্রিড়া, মাছ ধরা, সাঁতার কাটা, পাখি দেখা, ফটোগ্রাফি করা এবং তীরে হাঁটা) চিহ্নিতকরণ এবং নৌসার্কিট প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত করা।

ঙ. রোমাঞ্চকর নৌভ্রমণ প্যাকেজ (যেমনঃ ডে ক্রুজ, ডিনার ক্রুজ, সানসেট ক্রুজ, মুনলাইট ক্রুজ, ওভারনাইট ক্রুজ, শোর ভিজিট, এবং কায়াকিং, ক্রস-বর্ডার ক্রুজ, ব্যাক ওয়াটার ক্রুজ, হাউজ বোট) তৈরি করা।

৭. নদী পর্যটন বিকাশের নির্দেশনা

বাংলাদেশে নদী পর্যটন গাইডলাইন হচ্ছে নদীগুলোর পরিবেশগত মান সমুন্নত রেখে এর সৌন্দর্য উপস্থাপন করা এবং নদীভিত্তিক পর্যটন কার্যক্রম যথাযথভাবে বজায় রাখা। বাংলাদেশে নদী পর্যটন বিকাশের জন্য সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে, নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে হবেঃ

ক. ক্রুজিং সার্কিটের অন্তর্ভুক্ত স্টেশনে সুবিধা অনুযায়ী পর্যটক জাহাজ জেটি, বার্থিং জেটি নির্মাণ করা। এক্ষেত্রে বিআইডব্লউটিএ, এবং নৌপরিবহন অধিদপ্তরের সাথে যৌথসভা, কর্মশালা ও ডায়লগ আয়োজন ও সমীক্ষা পরিচালনা করা।

খ. নদী ভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়নে ল্যান্ডিং স্টেশন, ওয়েটিং রুম, টয়লেট সুবিধা, বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং রিভার স্টেশন ল্যান্ডস্কেপের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বয় সাধন করা।

গ. বার্থিং স্টেশনে অপেক্ষমাণ ক্রুজ জাহাজের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে মিঠা পানি, জ্বালানি ও বিদ্যুতের যথার্থ সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ঘ. বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের বিলাসবহুল ক্রুজিং জাহাজ, ক্রুজিং লজিস্টিকস এবং যন্ত্রপাতি আমদানি বা নির্মাণে সুবিধা প্রদান করা।

ঙ. জলজ প্রাণী, নদীভিত্তিক লোকসংস্কৃতি, তীরবর্তী ঐতিহ্য এবং তীরের নিকটবর্তী গ্রামগুলোর সংস্কৃতি সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

চ. মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশগত দিকনির্দেশনা প্রদান এবং ক্রুজ জাহাজ পরিচালনা ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ নির্দেশিকা তৈরি করা। এবং প্রশিক্ষণ ও কর্মদক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

ছ. ক্রুজ মালিক, ট্যুর অপারেটর এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসহ নদী পর্যটন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

জ. বিশ্বব্যাপী এবং স্থানীয়ভাবে পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য 'নদী পর্যটন' কে বাংলাদেশের একটি ইউনিক সেলিং প্রোপজিশন (USP) হিসেবে প্রচার করা।

ঝ. ভ্রমণকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য নদীভিত্তিক উৎসব, অনুষ্ঠান ও বিনোদন কার্যক্রমের আয়োজন এবং উদযাপন করা।

ঞ. নদী পর্যটন নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ, এবং এর কার্যক্রমকে সহজতর করতে নৌযান / নৌকা / নিয়োগকর্তা / কর্মচারীদের ডাটাবেস তৈরি করা।

ট. নদী ভ্রমণ সার্কিটে যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ঠ. জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নদী পর্যটন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক কাঠামো নির্ধারণ করা।

ড. নদী পর্যটন উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত গবেষণা ও সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study) করার জন্য ব্যবহারিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন পরামর্শদাতা / পরামর্শ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়োগ করা।

ঢ. বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পাদিত নৌ-চুক্তি অনুযায়ী রিভার ক্রুজ ট্যুরিজম উন্নয়ন ও বিকাশে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে কাজ করা। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অবস্থিত সংশ্লিষ্ট দেশের হাই কমিশন অথবা দূতাবাসের সাথে ডায়লগ ও কর্মশালা আয়োজন করা।

ণ. নৌ-পথে ক্রস বর্ডার পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিদেশী হাই কমিশন ও দূতাবাস উদ্যোক্তাদের সাথে আন্তর্জাতিক সেমিনার, কর্মশালা ও ডায়লগ আয়োজন এবং এর বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পরামর্শ দেয়া।

ত. অনিবন্ধিত নৌযানগুলোকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করা।

৮. বিপণন এবং প্রচার

বিশ্বব্যাপী নদী পর্যটনের আকর্ষণসমূহ প্রচার ও প্রদর্শন করা প্রয়োজন। বিশ্বের অন্যান্য নদী পর্যটন গন্তব্যে সফল প্রচার পদ্ধতিগুলো বাংলাদেশেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। নদী পর্যটন বিপণন এবং প্রচারের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা যেতে পারেঃ

ক. গণমাধ্যম এবং ডিজিটাল মার্কেটিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে একটি অনন্য নদী পর্যটন গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরা।

খ. একটি তথ্যবহুল ওয়েবসাইট তৈরি করা যাতে পর্যটকরা সহজেই সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য যেমনঃ নৌভ্রমণ পর্যটন রুট, ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত সময় এবং বিশেষ ক্রুজিং প্যাকেজ সম্পর্কে জানতে পারে।

গ. নদী পর্যটন আকর্ষণকে উৎসাহিত করতে বিদেশি পর্যটন পরিষেবা প্রদানকারী স্টেকহোল্ডারদের জন্য পরিচিতিমূলক ভ্রমণের (Familiarization Tour) ব্যবস্থা করা।

ঘ. ট্রাভেল এজেন্সি এবং ট্যুর অপারেটরদের মাধ্যমে নদী পর্যটনের আকর্ষণসমূহ প্রচার করা।

ঙ. সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নদী পর্যটনের আকর্ষণকে তুলে ধরা।

চ. দেশি বিদেশি মেলা, সেমিনারে অংশগ্রহণ করা এবং বাংলাদেশের নৌ পর্যটনকে প্রমোট করা।

৯. নদী পর্যটন উন্নয়নের জন্য কমিটি

বাংলাদেশে নদী পর্যটন বিকাশের জন্য দুটি নির্দিষ্ট কমিটি গঠন করা।

৯.১ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি বাংলাদেশের নদী পর্যটন কার্যক্রমের সার্বিক পরিকল্পনা, উন্নয়ন, সুবিধা, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নের সকল দায়িত্ব পালন করবে। নিম্নলিখিত সদস্যদের দ্বারা কমিটি গঠন করা:

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (সভাপতি)

২. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৩. নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৪. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি (BTWTA) (সদস্য)

৫. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশনের (BIWTC) প্রতিনিধি (সদস্য)

৬. নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি (সদস্য)

৭. জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধি (সদস্য)

৮. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের (বিপিসি) প্রতিনিধি (সদস্য)

৯. বাংলাদেশে ট্যুরিজম বোর্ডের গভর্ণিং বডির একজন সদস্য (সদস্য)

১০. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) এর প্রতিনিধি (সদস্য)

১১. শিক্ষাবিদ / গবেষক (সদস্য)

১২. নদী পর্যটন শিল্প বিশেষজ্ঞ (সদস্য)

১৩. নদী পর্যটনের উদ্যোক্তা (সদস্য)

১৪. ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট স্বীকৃত সংস্থার প্রতিনিধি (সদস্য)

১৫. সাংবাদিক / বিশিষ্ট সংবাদ / ভ্রমণ মিডিয়ার সম্পাদক (সদস্য)

১৬. ট্যুরিস্ট পুলিশের প্রতিনিধি (সদস্য)

১৭. নৌ পুলিশের প্রতিনিধি (সদস্য)

১৮. উপ-পরিচালক, গবেষণা ও পরিকল্পনা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (সদস্য সচিব)

কমিটির কার্যপরিধিঃ

ক. বাংলাদেশে নদী পর্যটন এবং নদী ভ্রমণ সার্কিটের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা।

খ. ভ্রমণ সার্কিটে সমন্বিত নদী পর্যটন প্রকল্প এবং সুবিধা বিকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি খাতের অংশীদারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

গ. নদী পর্যটন অবকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধা বিকাশের জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন করা।

ঘ. বিলাসবহুল ভ্রমণ জাহাজ, নৌকা, লজিস্টিকস, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানি বা নির্মাণের জন্য বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের সহায়তা করতে সুপারিশ করা।

ঙ. বাংলাদেশে নদী ভ্রমণ পরিচালনার জন্য পরিবেশগত নির্দেশনা এবং কার্যপ্রণালী অনুসরণে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

চ. পর্যটন সংশ্লিষ্ট নৌযান পরিচালনা, পরিবেশগত অনুশীলন, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, এবং উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের জন্য দেশের বিদ্যমান প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধিসমূহ পর্যালোচনা করা ও সুপারিশ প্রদান করা।

ছ. নদীর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

জ. নদী পর্যটনের সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের দায়িত্বশীল আচরণ সম্পর্কে অবহিত করা।

৯.২ জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি

জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি নদী পর্যটন উন্নয়ন, বিকাশ ও প্রমোশন ও গাইডলাইন বাস্তবায়নের কাজ করবে।

কমিটি নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করবেঃ

ক. জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত নদী পর্যটন সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও কৌশল ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা।

খ. নদী ভ্রমণ সার্কিটের উন্নয়নের জন্য নতুন রুট এবং প্রয়োজনীয় কার্যাবলী চিহ্নিত করা।

গ. নদী ভ্রমণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা।

ঘ. নদী পর্যটন কার্যাবলী প্রয়োগ পর্যায়ে (Operational Level) যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ঙ. নদী পর্যটন সার্কিটের উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য এবং মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিকে সহায়তা করা।

চ. পর্যটক সংখ্যা, রাজস্ব আয়, পরিবেশের উপর প্রভাব, স্থানীয় কর্মসংস্থানে নদী পর্যটনের অবদান সংক্রান্ত তথ্য প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা।

ছ. নদী পর্যটন বিকাশে প্রয়োজনীয় পন্থা অবলম্বনের জন্য অতিথিদের মতামত ও মন্তব্য পর্যালোচনা করা।

জ. সার্কিটগুলোতে নদী ভ্রমণ পরিচালনার জন্য নিরাপত্তাজনিত এবং পরিবেশগত সমস্যা পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করা।

ঝ. জাহাজ মালিক, ট্যুর অপারেটর, পর্যটক, হোস্ট, বা অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা সৃষ্ট অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম প্রতিরোধ করা।

১০. নদী পর্যটনের জন্য অর্থায়ন

নদী পর্যটন উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা এবং এ জন্য পর্যাপ্ত বাজেট সংস্থান করা।

ক. পরিবেশবান্ধব নদী পর্যটন অবকাঠামো এবং লজিস্টিক উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় টেকসই উন্নয়ন তহবিল, সবুজ অবকাঠামো বিনিয়োগ তহবিল, জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল এবং এসডিজি (SDG) তহবিল ব্যবহার করা।

খ. নদী পর্যটন অবকাঠামো, লজিস্টিক, নদী পর্যটন সার্কিট উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে একটি সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় সহ-অর্থায়নের ব্যবস্থা করা।

গ. উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছ থেকে তহবিলের ব্যবস্থা করা।

ঘ. নদী পর্যটন বিকাশের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের জন্য স্থানীয় সরকার এবং বেসরকারি খাত / পর্যটন ব্যবসার মতো মূল স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) গঠন করা ।

ঙ. নদী পর্যটন পরিষেবা প্রচারে নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করা।

চ. নদী পর্যটন সুবিধা এবং লজিস্টিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য প্রণোদনা দেয়া।

জ. নদী ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড আয়োজনে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানানো এবং এক্ষেত্রে সহ-অংশীদার ও সহ-অর্থায়নকে উৎসাহিত করা।